সংবাদ
তারিখ ... 7 JUL
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ...

শিক্ষা : গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কি বাড়তেই থাকবে

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের শি
শিক্ষাদানের মান শহরাঞ্চলের শিক্ষা থেকে আরও নিচে নেমে গেছে। এ ব্যাপারে প্রতিটি ইন্ডি
গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে চলে গেছে। শুধু জিপিএ এবং পাস-ফেলের বিচারেই নয়, স্কুল-কলেজ
প্রাপ্ত শিক্ষার অন্যান্য মানও নিম্নমুখী। ফলে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে গ্রামা
শিক্ষার্থীরা ভাল করতে পারে না। টার্সিয়ারি ও হায়ার এডুকেশনে ভর্তির জন্য জিপিএ মাপকাঠি হওয়ার
গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বিবেচনার সুযোগ পাবে না। ফলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীরা একটি দু
পড়ে যেতেই থাকবে।

এবারের মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় ২ হাজার ২৭২টি স্কুলের সব পরীক্ষ
পাস করেছে। আর ৫২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস ক
শতভাগ পাস করা স্কুলের প্রায় সবই শহরাঞ্চলে এবং আন্তঃবোর্ড কম্পিউটার সেকশনের তথ্য অনুযায়ী
ফল করা স্কুলগুলোর প্রায় সবই গ্রামাঞ্চলে। শুধু শূন্য পাস নয়, পাঁচজনের কম পাস করা স্কুলের
গ্রামাঞ্চলে। এবারও দেশের গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে
সরকারই এই বৈষম্য দূর করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়নি। খারাপ ফল করা স্কুলগুলোর শাস্তির ব্যবস্থা
র কোন সমাধান নয়।

শিক্ষানুরাগীরা বলে থাকেন, শিক্ষা এখন একটি পণ্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য যে যত পয়সা
করতে পারেন তিনি তার সন্তান-সন্ততির জন্য 'ভাল' শিক্ষা 'কিনতে' পারেন। শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের
বাই উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন পেয়ে থাকে।

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজের দৈন্যদশার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনের কোন সুযোগ পায়
দের অভিভাবকদের প্রাইভেট টিউশনের পেছনে খরচ করার মতো অর্থবিত্ত নেই। একটি জরিপ রি
থকে দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলের সরকারি হাইস্কুলের শতকরা ৮৮ শতাংশ এবং বেসরকারি স্কুলের ৭৮ শ
ত্রছাত্রী প্রাইভেট টিউশন পেয়ে থাকে। অভিভাবকরা বছরে এসব প্রাইভেট টিউশনের পেছনে গড়ে প্রা
জার টাকা খরচ করে। এ ধরনের টাকা খরচ করার সামর্থ্য গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকদের নেই।

এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রায় ৩০ লাখ ছাত্রছাত্রীর প্রায় সবাই গ্রামাঞ্চলের। এদের কম
০ শতাংশ ইংরেজি কিংবা গণিত অথবা দুটিতেই ফেল করেছে। শিক্ষানুরাগীরা বলেন, গ্রামাঞ্চ
বেশিরভাগ স্কুলে ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক থাকে না। কয়েক বছর আগে 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' না
পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে সে সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের ইংরেজি শিক্ষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। এ ব্যা
দের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়নি। আরেক দিকে দেখা যায়, ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকরা শহরে চাকরি কর
ছন্দ করেন। কেননা, এখানে প্রাইভেট টিউটর হিসেবে প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা কামানোর সু
াছে। সব মিলিয়ে বলা চলে, যে ছাত্র বা ছাত্রী প্রাইভেট টিউশনের পেছনে যত টাকা খরচ করতে পারে
জাল্ট তত ভাল হবে। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ প্রাইভেট টিউশন অথবা মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে হয়
সে ব্যাপারে প্রশ্ন আছে।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদানের মান উন্নত করতে হলে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ উদ্যোগ নি
ব। প্রতিটি স্কুলে যেন ইংরেজি ও গণিতের ভাল শিক্ষক থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য শিক্ষক
নসেনটিভের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যো
য়োজন নেই। উচ্চবিত্তদের সন্তান-সন্ততিরা 'নিজেদের উদ্যোগেই' পরীক্ষায় 'ভাল' করতে পারবে। গ্রা
মাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকেই বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশ্নটা শুধু বাড়তি
ান্দের নয়, জোর দিতে হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এটা সরকারেরই দায়িত্ব।